R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No.—/SDWMB.

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৭ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৯০ সাল ২২শে জুন, ১৯৮৩ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৭৲

জঙ্গিপুরে ৯০ শতাংশ পরিবারেরই পুর কর বাড়ানো হয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর পুরসভা বাস্তুকর বৃদ্ধি করে সম্প্রতি যে নোটীশ জারী করেছেন তা নিয়ে সোরগোল উঠেছে। এ ব্যাপারে ৩১ মে পর্যন্ত পুর নাগরিকদের কাছ থেকে পুর কর্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট ফর্মে যে আপত্তি আহ্বান করেছিলেন। পুরসভায় তা ব্যাপক সংখ্যায় জমা পড়ায় মোটামুটিভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পুরসভায় পাঠানো নোটীশে প্রায় ৯০ শতাংশ নাগরিকেরই পুর কর বাড়ানো হয়েছে। কারো বেড়েছে দ্বিগুণ, কারো বা তিন গুণ। এ নিয়ে বেশীর ভাগ নাগরিকই আপত্তি জানিয়েছেন। এবারে মোটামুটিভাবে 'রেন্ট ভ্যালুয়েশন' ধরে নিয়েই কর ধার্য্য করা হয়েছে। একশ টাকা পর্যন্ত ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এই কর মকুব করা হয়েছে। এই মকুব কর মধ্যবিত্ত এবং অবস্থাপন্ন পরিবারগুলির উপর চাপানো হয়েছে। এ নিয়ে দফে দফে বহু নাগরিক আমাদের কাছে অভিযোগ করে বলেছেন, তাদের কাঁধে চাপানো করের হার অনেক ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত। শহরের ব্যবসায়ী ও বাসগৃহের কর নির্দ্ধারণের ব্যাপারে একই ধরনের আচরণ করা হয়েছে। কয়েকজন নাগরিকের অভিযোগ, নিজের বসবাসের জন্য যে বাস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের ভ্যালুয়েশন আগের চেয়ে বর্তমানে বেশী ধরা অসঙ্গত হয়েছে। তারা মনে করেন, যারা শুধুমাত্র ভাড়া দিয়ে বাস্তু হতে নিজের আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় রত তাদের ক্ষেত্রেই ভ্যালুয়েশন নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও এমনটি করা হলে মধ্যবিত্ত গেরস্তরা রেহাই পেতেন অস্বাভাবিক করের হার থেকে। যে ব্যবসায়ী বিভিন্নভাবে তাঁর ব্যবসা বৃদ্ধি করেছেন তাঁর ট্রেড ট্যাক্স বাড়িয়েও পুরসভা তার ক্ষতি মিটিয়ে ফেলতে পারতেন। তা করা হয়নি। এ দিকে ক্রমাগতভাবে কর বৃদ্ধি করা হলেও গত কয়েক বছরে শহরের মধ্যে পুর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যদানে তেমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি পুরসভা থেকে। শহরে অপরিকল্পিতভাবে ঘর বাড়ি তৈরীর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে আজও। ফলে নতুন কলোনীগুলি গড়ে উঠছে অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। জল নিকাশি ব্যবস্থা কোথাও না থাকায় ব্যবহৃত ময়লা দূষিত জলরাশি স্থানে স্থানে জমে উঠে এই শহরের অধিকাংশ স্থান নরককুণ্ড হয়ে জনস্বাস্থ্য নষ্ট করছে। মশক কুলের বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। পৌর অধিকারে কোন তরবাজার গড়ে না উঠায় বেসরকারী একটি মাত্র তরবাজারে বাজার করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। মাছের বাজার চরমতম গ্রীষ্মের দিনেও জলে কাদায় মাখামাখি। পথ ঘাট অপরিচ্ছন্ন। সুপার মার্কেট আজও স্বপ্ন। ওয়াটার সাপ্লাই মাতৃগর্ভে। পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ড ধনপতনগর পুরসভার কলঙ্ক। আজও (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুব অফিসারের কেলোকীর্তি নিয়ে সোরগোল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির পূর্ব্বতন যুব করণ অফিসার সুবীর দত্তের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সাগরদীঘিতে সোরগোল উঠেছে। শ্রীদত্ত ৩ এপ্রিল সাগরদীঘি থেকে বদলি হওয়ার নির্দেশ পেয়ে গোপনে মহকুমার অন্য এক যুব করণ অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে সরে পড়েছেন। অবশ্য চার্জ পাওয়া ঐ যুব করণ অফিসারকে সাগরদীঘির যুব করণ দপ্তরে প্রবেশ করতে না দিয়ে সেখানকার কর্মচারীরা ফিরিয়ে দিয়েছেন। শ্রীদত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিজের কেলোকীর্তি চাপা দিতেই তিনি রাতারাতি অন্যকে চার্জ বুঝিয়ে বিদায় নিয়েছেন। সাগরদীঘিতে '৮০ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ দিনের একটি খো খো কোচিং-এর ব্যবস্থা হয়। এর জন্য বরাদ্দ ছিল ১৯০ টাকা। কোচ হিসাবে দেখানো হয়েছে জনৈক কে কে ব্যানারজিকে। অভিযোগ, এই কোচিং আদৌ সেখানে অনুষ্ঠিত হয়নি। '৮১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী যুব উৎসবে ডেকোরেশনের ব্যাপারেও বহু টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। ঐ যুব অফিসার প্রতিমাসে ব্লকের ক্লাবগুলিতে ট্যুর দেখিয়েছেন খাতা কলমে। ৪ কিমি রাস্তাকে ১৫ কিমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্লকের একটি ক্লাবে ঐ যুব অফিসার ৩০-১-৮১, ১৬-৩-৮১, ৬-৭-৮১, ১৮-৭-৮১, ২১-৯-৮১, ২১-১০-৮১, ২৪-৩-৮২ এবং ২৯-৯-৮২ তাং ভিজিট দেখিয়েছেন। এই ভিজিট দেখে ঐ ক্লাব কর্তৃপক্ষ আকাশ থেকে পড়েছেন। শ্রীদত্ত ১৮ জুলাই (৮১) রঘুনাথগঞ্জে দলবলসহ ফুটবল খেলার জন্য ট্যুর দেখিয়েছেন। অথচ ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জে কোন খেলাও হয়নি। এবং তিনি কোন টীমও নিয়ে যাননি। ঐ অফিসারের জন্য ব্লকে বিভিন্ন খাতে ২৫,৫০৫ টাকার সরকারী অনুদান পাওয়া যায়নি। বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া এই অনুদানের বিবরণ তুলে দেওয়া হল। ২৪৩/আর এস সি সি/৮১-৮২—২,৬৯৫ টাকা, ৩৪৯ এবং ৪৩১/এস এল ভি টি সি/৮২—১১,৪০০ টাকা, ২৪৫/ঈ এন এস/৮২—১,০০০ টাকা, (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঝড় ও বজ্রাঘাতে ৪ জনের মর্ম্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : শনিবার দুপুরে এক দমকা ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার দুটি গ্রামে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২ জন। একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু'জন মহিলা এবং একজন শিশু। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে অরুর গ্রামে একটি কুঁড়েঘর চাপা পড়ে। অন্যজন মারা যান বজ্রাঘাতে বাণীপুর গ্রামে। দুর্ঘটনার পর পরই গ্রামবাসীরা টেলিফোনে জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত এস ডি ও সেখ সেলিমকে দুর্ঘটনার কথা জানান। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত তিনি বা সরকারী কর্মকর্তাদের কেউই দুর্ঘটনাস্থলে যাননি। সরকারী উদ্যোগে বিন্দুমাত্র সাহায্যও পাঠানো হয়নি। শনিবার দুপুর নাগাদ হঠাৎ রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগা কিছু গ্রামের উপর দিয়ে দমকা ঝড় বয়ে যায়। সেইসঙ্গে বজ্রপাত ও বৃষ্টি। এই ঝড়েই অরুরে একটি কুঁড়েঘর ভেঙ্গে পড়ে। এবং মুকুল ঘোষ (৩০) তরু ভুঁইমালি (২৫) এবং তরুর ৩ বছরের শিশু টুকটুকি মারা যায়। তরুর স্বামী জগন্নাথকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ দিন ঝড়ের সময় হাজরা খাতুন নামে বাণীপুরের এক মহিলাও বজ্রাঘাতে মারা যান।

আদালতে চুরি, ৩ নাইট গার্ড সাসপেণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস কে চক্রবর্তীর এজলাস থেকে ৪টি বৈদ্যুতিক পাখা চুরি যাওয়ায় আদালতের তিন জন নাইট গার্ডকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। চুরি যাওয়া পাখাগুলির মধ্যে পরে ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় একটি উদ্ধার করা হয়। আদালতের এজলাস থেকে এর আগেও একটি টাইপ মেসিন চুরি যায় রহস্যজনক ভাবে। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯০ সাল

॥ প্রশাসন ॥

প্রকৃষ্ট শাসন, তাই কথাটি 'প্রশাসন'। এই বিষয়ক কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিনও। যে কেহ প্রশাসক হইতে পারেন না; আর হইলেও তাঁহার দ্বারা প্রশাসন কার্য চলে না; যাহা হয়, তাহার নাম ডামাডোল। কথায় জোড়াতালি, কাজে জোড়াতালি দিয়া প্রশাসনের কাজ চলে না। আর তাই যিনি প্রশাসক, তাঁহাকে একদিকে হইতে হয় বুদ্ধিমান, প্রত্যুৎপন্নমতি, হৃদয়বান আবার অন্যদিকে কঠোর ও শৃঙ্খলা-পরায়ণ। বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে কখনও কখনও প্রশাসককে স্বৈরাচারী বলিয়া ভুল করাও হয়।

থাক সে সব কথা। প্রশাসন বিষয়টি লইয়াই কিছু বলিবার আছে। এই শব্দটি আমরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—দুই স্তরেই দেখিতে চাই। ভারত রাষ্ট্রের বৃহৎ প্রশাসন কেন্দ্র পরিচালিত হয়, যে দলের দ্বারা, রাজ্যস্তরে সে প্রশাসনের ভার ঐ একই দলের উপর কোথাও কোথাও; আবার কোথাও অপরাপর দল। রাজ্যস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি নানাভাবে প্রশাসন কার্য চালাইয়া থাকেন। ফলতঃ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য মন্ত্রীরা, বিভাগীয় কমিশনারগণ, জেলা-শাসক, মহকুমা শাসক—ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের পদাসীন ব্যক্তির দ্বারা সারা দেশের প্রশাসন কার্য নির্বাহিত হয়।

দক্ষ প্রশাসক না থাকিলে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ—যে কোন ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা-হীনতা, অনিয়ম দুর্নীতি প্রভৃতি দেখা দেয়। দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। জন-জীবনে ঘোর অশান্তি ও অস্বস্তি বিরাজ করে। সুতরাং শাসনকার্যে চাই দৃঢ়তা।

কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে এতদিন চলিয়া গেল, তবু জনজীবন কি স্বস্তি ও শান্তিতে থাকিতে পারিল? যতই দিন যাইতেছে, নানাপ্রকার অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। যত্রতত্র মার-দাঙ্গা, খুন-খারাবি বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অশান্তি, অকালি সমস্যা, জম্মু কাশ্মীর অস্থিরতা প্রভৃতির কথা মনে আসে। এইসব স্থানে সংঘর্ষ, হত্যা প্রভৃতি মানুষকে বিপর্যস্ত করিতেছে। এই রাজ্যেও খুন তো লাগিয়াই আছে। কাহার কখন ডাক পড়িবে, কেহ জানে না। হত্যার কথা থাক, বিভিন্ন দপ্তরে কাজকর্মে কী দীর্ঘসূত্রতা! ডাক বিভাগে পত্র, তার ইত্যাদি চলা-চলে কত বিলম্ব হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রেলের উপর নির্ভর করিয়া সময়মত পৌঁছান দুরাশা। কত আর নাম করা যায়! ইহার সহিত রাজনীতির মুনাফা লুটিয়া লইবার প্রবণতা ক্রমবর্দ্ধমান। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে দলতন্ত্রের এতই প্রাধান্য যে, শাসন বিভাগের নানা স্তরে বহু বিপর্যয়।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

মণি সেনের চোখ এবার লটারীর টিকিটের দিকে। যদি টিকিটের অঙ্ক মিলে যায়। আকর্ষণীয় লোভনীয় পুরস্কার। ষ্টিল আলমারী টেপ রেকর্ডার। টেলিভিসান। হাজাক। ভি আই পি ব্যাগ। আরো কত কি। যদি কপালে জুটে যায়। সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।' সারা দেশটাই লটারীর ফিতের মধ্যে। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলা, যাত্রা, থিয়েটার—আমোদ-প্রমোদ সব কিছুই। আচ্ছা, জুয়া ও লটারীর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? আভিধানিক অর্থের মধ্যে প্রবেশ না করে এটা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে দুটোর মধ্যে অর্থের সমতা আছে। পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। লটারী লটারী খেলা খেলতে খেলতে কিছুটা জুয়ার আমেজ আসে। খেলার নেশাটা পেয়ে বসলে, আর সেই আমেজ বজায় থাকলে লটারী খেলুড়ে হয়ে ওঠে একজন পাকা জুয়ারী। ব্যাখ্যাটা কি ভুল হচ্ছে? ভুল ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মানহানির ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে না তো? যাঁদের হবি লটারীর টিকিট কাটা ও টিকিট মেলানো তাঁরা আমার উপর দয়া করে রুষ্ট হবেন না। তবে বিজ্ঞেরা বলেন জীবনটাই তো লটারী। লটারীর পরিবর্তে 'জুয়ার বোর্ড বললে বোধ হয় কাব্য কাব্য গন্ধ আসে। আঁতেলদের মত কথাটা শোনায়। এ যেন ঠিক চারমিনার সিগারেটের মশলার মধ্যে গাঁজার ছোট্ট পুরিয়া মিশিয়ে এঁতেলিয়ান মেজাজ আনা।

এই ছোট্ট শহরটার দু'পারের দিকে নজর দিলে কেমন হয়। মাঝে মাঝে চোখে পড়বে লটারীর ভ্যান গাড়ি-গুলো। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট লটারী, পাঞ্জাব শুভলক্ষ্ম, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, ভুটান, সিকিম, ত্রিপুরা—সব প্রদেশ উঠে এসেছে সেই গাড়িতে। আবার যাঁরা গাড়ির সংস্থান করতে পারেননি তাঁরা পা-গাড়িতেই গ্রাম-শহর—বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন টিকিটের ব্যাগ বগলে ভরে। এভাবে লটারী অনেক পরিবারের ভরণ পোষণে সাহায্য করছে। তবে এর চেয়েও ছোট-খাটো লটারীর প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে। আনাচে-কানাচে। টিকিটের দামও খুব সস্তা। মাত্র পনের পয়সা। কখনও উনিশ থেকে কুড়ি পয়সা। লোভনীয় পুরস্কার। কোন সরকারী অনুমতি বোধ হয় এতে লাগে না। আর অনুমতি সংগ্রহ করা আজকাল কঠিন নয়। ক্লাবের সাহায্যকল্পে বা মন্দির-মসজিদ নির্মাণকল্পে এ ধরনের জুতসই একটা কথা ছাপিয়ে দিলেই হল। একটা বড় মাপের রিক্সা কাম ভ্যান গাড়ি। লোভনীয় পুরস্কারকে বুকে আগলিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করার দরকার নাই। তার জন্য টেপ রেকর্ডে ঘোষণার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। শুধু মাঝে মাঝে রক্ত মাংসের শরীর-টার অস্তিত্বের জানান দিলেই চলবে। সামান্য পয়সায় অমূল্য পুরস্কার। ছোটেন সবাই। সরকারী আমলারাও দৌড়ান টিকিটের গোছা হাতে নিয়ে। যদি মিলে যায়। গিন্নীর বহু দিনের সখ একটি টিভির। আহা! অল্প পয়সায় একটি লোভনীয় পুরস্কার। শরীরে রোমাঞ্চ লাগে।

শুধু বড়রা নয়। বাচ্চারাও ছুটছে। টিকিট মেলাতে। এই লটারী খেলাই শুধু নয়। আরো অনেক লটারী খেলা উপহার দেবে আমাদের এই সাধের জঙ্গিপুর। দেখবেন স্কুলের সামনে কখনও বা বাজারের সামনে লটারীর চাকা ঘুরছে। নম্বর দেওয়া ঘরে থেমে যাচ্ছে চাকা। ছেলেরা খেলে যাচ্ছে। কখনও বা পাচ্ছে শোন্ পাপড়ি। কখনও বা দু'এক টুকরো বিস্কুট বা লজেন্স। গায়ে স্কুলের ঘেমো গন্ধ। ঠোঁটের ঘামে শোন্ পাপড়ির লম্বা গুন আটকিয়ে গেছে। লটারীর চাকা ঘুরে চলেছে। তবে এসব খেলা স্কুলের ছেলেদেরই মানায়। এর চেয়ে বড় মাপের চনচনে বা রগরগে খেলা দেখতে হলে আপনাকে আসতে হবে সিনেমা ঘাটে। প্রসারিত গঙ্গা। পাশেই শ্মশান ঘাট। চিতা জ্বলছে। বৃষ্টি হলে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে

গুলি নয় ছররা

হুতুম

১

গান শোনো ভাই গান।
'রাম্বা হো শাম্বা হো'
কি অপরূপ তান॥
গায়িকা নাচে শ্রোতা নাচে
ছেলে নাচে মেয়ে নাচে
যুবা তো কোন ছাড়
কাড়ে বুড়া লোকের প্রাণ।
গান শোনো ভাই গান॥

আউয়া আউয়া আউয়া
ডাকছে যেন লক্ষ শিয়াল
হুক্কা হুয়া হুয়া॥
গায়িকার অঙ্গ দোলে
তার সাথেতে তালে তালে
ছেলে বুড়ো পুরুষ নারী
সবাই ভূতে পাওয়া॥
আউয়া আউয়া আউয়া

২

লড়াই লড়াই লড়াই
গ্রামে গঞ্জে মহড়া চলে
গৃহ যুদ্ধের বড়াই॥

এ দিকেতে ভোটের তরে
বলছে সবার পায়ে ধরে
ভোটটি দিও ভাই॥
লড়াই লড়াই লড়াই

আসবে। যাত্রীদের পারাপারের ব্যস্ততা। তার মধ্যেই খেলা চলেছে। সুন্দরভাবে ভাঁজ করা রুমালের উপর তিন তাসের খেলা। এক টাকা দিয়ে দশ টাকা। দশ টাকা দিয়ে চল্লিশ টাকা। মন্দ কি? কোন পথচারী হয়তো থমকে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলো না বেচারা দলের লোকেরাই সেই লোকটিকে জিতিয়ে দিচ্ছে। সে তাদেরই লোক। খেললে ক্ষতি কি? প্রথমে জেতার পালা। তারপর হারু-বাবু নাকানি-চোবানী। কান্নাকাটি। পকেটে বাস ভাড়ারও পয়সা নাই। কেও যদি বা কোনও প্রলুব্ধ পথচারীকে এই সর্বনাশ নেশার হাত থেকে সতর্ক করে দেয় তার নিস্তার নাই। বর্ষিত হবে তার উপর কুৎসিত গালি-গালাজ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব চলছে। ঘাটে বসে আছেন কাণ্ডারীরা। লটারীর নৌকায় পা দিলেই হল। তাই তো বলছিলাম লটারী লটারী খেলাটা ভালোই। কোনও ঝামেলা নাই। ভয়ও নাই। প্রশাসন এখানে উদার হস্ত। শুধু পানসী চালিয়ে যেতে পারলেই হল। ভাবছি এবার একটা বড় রকমের লটারী খেলা চালু করব। সব বিদেশী পুরস্কার। আপনারা নিশ্চয়ই টিকিট কিনবেন?

মণি সেন

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

বহরমপুর : খরিফে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে 'জাতীয় কৃষি উপ-করণ পক্ষে' (১ জুন—১৫ জুন) ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষক ভাইদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে হিন্দুস্থান সার সংস্থার সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা বিভাগের বহরমপুর এরিয়া অফিসের কৃষিবিদ্‌গণ। এই সংস্থার উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের চণ্ডীপুর থানা বীজ খামারে ১৩-৬-৮৩ একটি বিশেষ কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। আমাইপাড়া সন্ন্যাসীতলা, সৌদগঞ্জ, চণ্ডীপুর ইত্যাদি গ্রাম হতে ৪০ জন প্রগতিশীল চাষী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ভাল জাতের বীজ নির্বাচন, বীজ শোধন, মাটির নমুনা পরীক্ষা ও ফলাফলের ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগ, প্রয়োজন ও পরিমাণ মত জলসেচ এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ হতে শস্য রক্ষা। প্রশিক্ষণ দেন জেলার ডালশস্য উন্নয়ন আধিকারিক যাদবচন্দ্র পাল কৃষিবিদ্ নীহার সিন্হা ও সহকারী কৃষিবিদ্ মনতোষ ভট্টাচার্য্য।

NOTIFICATION

Applications are invited from the local Lac Artisans/Youths of Samserganj & Suti Blocks for selection of Trainees (Ten) at Training Centre on Lac, P. O. Dhuliyan, Dt. Murshidabad for one year Training in Industrial uses of Lac on stipend @ ~~Rs.~~ 75/- (Rupees seventy five) only p. m. commencing from August 1983.

1. Age Limit : 18 to 25 years on 1-8-83
2. Qualifications : a) Class VIII standard.
   b) Preference will be given to the candidates who have knowledge in Lac Cultivation/Lac Industry & belonging to Scheduled Caste & Tribes.
3. Selected candidates will have to execute a bond in prescribed form affixing One Rupee Non-Judicial Stamp, for continuing training for one year and in case a trainee fails to fulfil the conditions, he shall on demand repay to the Govt. the amount so calculated & affixed by the Govt. for training of the said trainee.
4. Application on plain paper in candidate's own handwriting stating : a) Name in full (in Block letters) b) Father's name c) Address d) Date of birth e) Educational qualifications f) Knowledge in Lac Cultivation/Industry g) Whether SC/S. T. h) Copies of Certificates, should reach the Manager, Training Centre on Lac, P. O. Dhuliyan, Dt. Murshidabad on or before 24-6-83

K. C. Mitra
Lac Development Officer,
West Bengal.

Memo No. 95 (4)/Lac-4 Estt/82 Date 4-6-83

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস

ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

বসত বাড়ী ও বাগান বিক্রয়

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২নং ওয়ার্ডে ছোটকালিয়ায় হিন্দুপাড়ায় প্রাচীরঘেরা একটি বড় দ্বিতল পাকা বসতবাড়ী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বাগান বিক্রয় হইবে। একতলায় তিনটি ঘর দোতলায় তিনটি ঘর। একতলায় ও দোতলায় স্যানিটারি পায়খানা ও বাথরুম আছে। বাড়ীর ভিতরে বড় উঠান ও টিউবওয়েল আছে। বাড়ী ও বাগান একত্রে অথবা পৃথকভাবে বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—
ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়
রঘুনাথগঞ্জ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

কৃষি সংবাদ

গত বৎসর খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মনে রেখে এবং আগামী মরশুমে কি কি ফসল লাগাবেন চিন্তা করে সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলুন। অর্থাৎ আমন ধানের পর কি ফসল বা তারপরে কি ফসল সেচ থাকলে বা বিনা সেচে ঠিক করে ধানের জাত বাছাই করতে হবে। ১০০ থেকে ১৫০ দিনে পাকে এমন ধানের জাতগুলি থেকে আপনার জমির অবস্থান সেচের সুবিধা ইত্যাদি মনে রেখে নিম্নলিখিত তালিকা থেকে ধানের জাত বাছাই করে বীজ এখনই সংগ্রহ করতে হবে।

অবস্থান	জল দাঁড়াই	কত দিনে পাকে	অধিক ফলনশীল জাত
উঁচু	২ থেকে ৪ ইঞ্চি	১০০ থেকে ১২০	পলমন-৫৭৯, আই ই টি ১৪৪৪, ২২৩৩, ৪০৯৪ আই আর-১৬৫০, সি আর-১২১-৪২-১, রত্না ইত্যাদি।
মাঝারী	৪ থেকে ৮ ইঞ্চি	১২০ থেকে ১৪০	আই আর-২০, আই ই টি-১১৩৮, ২৮১৫, ২২৫৪ সি আর এম ৩১ ইত্যাদি।
মাঝারী নীচু	৮ থেকে ১২ ইঞ্চি	১৪০ থেকে ১৫০	আই ই টি-৫১৫৬, সি আর ১০০৯, ১০১০, সি এন-৫৪০ মাশুরী পঙ্কজ
নীচু	৩ ফুট	১৫০	সি এন-৫৪০, সি এন এম-৫৩৯ ইত্যাদি।
বেশী নীচু	৩ ফুটের উপর	১৮০	জলধি-১ ও ২

যে জাতই হউক না কেন বীজ অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম মনোসান বা সেরেসান এমিসান দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

ষ্টেশনের টেলিফোন দেনার দায়ে কাটা

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের অতি প্রয়োজনীয় টেলিফোনটি বকেয়া দেনার দায়ে কাটা পড়েছে। এপ্রিল মাস থেকে টেলিফোন বিহীন অবস্থায় থাকায় রেল ষ্টেশনের স্বাভাবিক কাজকর্ম্ম বহু ক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে। পূর্ব রেলের ডি আর এম টেলিফোনের দরুণ বকেয়া পাওনা জমা না দেওয়ায় এই অবস্থা। ফলে যাত্রী সাধারণকেও বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।

পুর কর বাড়ানো হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একশো বছরের পর কয়েক দশক হয়ে যাওয়া সত্বেও পুর শহরের ঐ অংশের সঙ্গে যাতায়াতের কোন পথ নেই। গ্রামের পথে আলো নেই। সেই অংশের জনগণের দুর্দ্দশা চরমে এবং তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। স্বর্গ রাজ্যের দক্ষিণ অংশ যমালয় বা নরকের মতো পৌর শহরের উত্তরাংশে এই অংশ একটি নব জলজ্যান্ত যমালয় বিশেষ। এবং ঠিক যমালয়ের মত এখানে একজন দেবতাও আছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের পুর কমিশনার। শহরের বহু টিউব ওয়েল অচল। পুর সভার জনাকীর্ণ অঞ্চলে বিষ স্ফোটকের মত মূর্তিমান বিভীষিকা পোষ্ট মর্টেম হাউস বা লাশ ঘর। যার দুর্গন্ধে জনজীবনের স্বাস্থ্য হানি ঘটছে। অসংখ্য অনিয়ন্ত্রিত খাদ্য সামগ্রী বিক্রির দোকান গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো। তাদের সরবরাহ করা খাদ্য জনগণের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে। কিন্তু পুর স্বাস্থ্য কর্মী নির্বিকার। তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। যারা ধনী তারা পৌর এলাকা এনক্রোজ করে ঘর-বাড়ি তৈরী করছেন, তাদের বাধা দেওয়ার কোন প্রচেষ্টা আজও দৃষ্টি পথে পড়েনি। যে পুর সভার কাজ-কর্ম্মে এত অবহেলা, এত গাফিলতি, যে পুরসভা নাগরিক জীবনে স্বাস্থ্য রক্ষায় বা মানসিক প্রশান্তি রক্ষায় দৃষ্টি দিতে পারেন না, সে পৌরসভা কিন্তু কর বৃদ্ধির ব্যাপারে খুব সচেষ্ট। একে প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী বলা যায় 'ভাত দেবার মুরোদ নাই, কিল মারবার গোঁসাই।' নাগরিকেরা চান কর বৃদ্ধির তুঘলকী সিদ্ধান্ত বাতিল হোক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কর বৃদ্ধি করে পৌর কর্তৃপক্ষ তাঁদের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হোন।

কেলোকীর্তি নিয়ে সোরগোল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪৩০/৩ এ এস/৮২—১০,৫০০ টাকা। শ্রীদত্তের এই সব কীর্তির কথা ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতি, জেলা ও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে জানিয়েও কোন সদুত্তর পাননি। ব্লক স্পোরটস এ্যাসোসিয়েশন থেকে ডেপুটেশন দিয়েও কোন ফল হয়নি।

দিবালোকে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতি থানার সুরপুর গ্রামে কটা সেখ নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় তিনি খুন হন। পুলিশের মতে, গ্রাম্য বিবাদই এই খুনের কারণ। অবশ্য গ্রাম্য সূত্রে এই খুনকে আর এস পি ও কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খেলার খবর

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক যুব করণের ব্যবস্থাপনায় জোতকমল স্পোর্টিং ক্লাব ময়দানে গত ৮ জুন হতে এক মাসের জন্য এক ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে। এই শিবিরে ২২ জন শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

নির্বাচনের বলি

জঙ্গিপুর : দেরীতে পাওয়া এক খবরে জানা যায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ভোট চলাকালীন সাহাজাদপুর বাজারে ফটিক বিশ্বাস এণ্ড ব্রাদার্স এবং মজদুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর গোডাউনটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। গোডাউনে প্রায় দু'লক্ষ টাকার বিড়ির পাতা-মসলা ইত্যাদি ছিল। তা সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঐ বিড়ি কারখানার স্বত্বাধিকারী ইয়াসিন বিশ্বাস কংগ্রেস (ই) দলের পঞ্চায়েত সমিতির একজন প্রার্থী ছিলেন। সন্দেহ করা হচ্ছে, রাজনৈতিক রেষারেষিই এই অগ্নিকাণ্ডের মূলে।

Jangipur College

NOTICE

The Annual Examination of 1st year and class XI will commence from 2-7-1983. The students are requested to see the Examination Programme in College Notice Board.

K. Chatterjee
Lecturer-in-Charge

15-6-83 Jangipur College

শ্বাসরোধ করে খুন

মির্জাপুর : 'সোমবার মির্জাপুরের যশোধর কেঠা তার স্ত্রী কাজল কেঠাকে (২৫) মুখে গামছা পুরে দিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে পুড়িয়ে দিয়েছে' বলে অভিযোগ করে কাজলের দাদা নিতাই বিশ্বাস রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই খুনের সঙ্গে যশোধরের দুই দাদা ও মা যুক্ত বলে নিতাই পুলিশকে জানিয়েছেন।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।